০৯-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতো পতিতদের পবিত্র করার পুরুষার্থ করো, এই সময় খুবই মূল্যবান, তাই ব্যর্থ কথায় নিজের সময় নষ্ট করো না ?"

প্রশ্ন :- বাবার বাচ্চাদের কোন্ কথায় দয়া হয় ?

উত্তর :- কোনো কোনো বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে গালগল্প করে অনেক সময় নষ্ট করে । ঘুরতে গেলেও বাবাকে স্মরণ করার পরিবর্তে ব্যর্থ চিন্তন করতে থাকে । বাবার এই বাচ্চাদের উপর খুব দয়া আসে । বাবা বলেন বাচ্চারা - তোমাদের জীবন শুধরে নাও । ব্যর্থ সময় নষ্ট করো না । তমোপ্রধান থেকে সতো প্রধান হওয়ার জন্য স্বচ্ছ হৃদয়ে বাবাকে যুক্তিযুক্তভাবে স্মরণ করো, হতাশার পরিস্থিতিতে স্মরণ করো না ।

ভগবানউবাচঃ । বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে বাবা অবশ্যই আমাদের পড়াচ্ছেন । আমরা অনেক পুরানো ছাত্র । একই শিক্ষকের কাছে কেউই পড়ে না । ১২ মাস পড়ার পর শিক্ষকের পরিবর্তন করে । এখানে এই মুখ্য শিক্ষকের কিন্তু পরিবর্তন হয় না । বাকি বাচ্চারা তো অনেক আছে - রাজযোগ শেখানোর জন্য । একজনকে দিয়ে তো আর কাজ চলে না । পবিত্র হওয়ার জন্য কত মানুষ তো ডাকতে থাকে । তারা একজনকেই ডাকে । পবিত্র হওয়ার জন্য একজনের কথাই মানা হয় । এ এক আশ্চর্যের কথা যে তারা পতিত - পাবনকে ডাকে অথচ কিছুই বোঝে না । দ্রৌপদীও ডেকেছিল যে আমাকে এরা বস্ত্রহীন করছে ....রক্ষা করো । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ডেকে এসেছো । বলো যে, তোমরাই তো তাঁকে ডাকতে । দ্রৌপদীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, পতিত তো এই সম্পূর্ণ দুনিয়া । পতিত আর পবিত্রে রাতদিনের তফাত । পতিত হলো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন । বাবা এসেই সব বিকার থেকে ঘৃণা উৎপন্ন করান । আত্মা জানে যে ...আমি আত্মার এই শরীর পতিত । তোমরাও জানো যে এই শরীর হলো পতিত, এতে জং লেগে আছে । যাদের শরীর পবিত্র, একনম্বর ....তারাই সারা বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন, তাদেরই বলা হয় পরশপাথর তুল্য বুদ্ধি । পাথর তুল্য বুদ্ধি আর পরশপাথর তুল্য গায়নও এই ভারতেই আছে । তাই বাচ্চাদের খেয়াল আসা উচিত যে এই পতিত ভারতকে কিভাবে পবিত্র বানাবো । কিন্তু নম্বর অনুসারে সেবকদের এই খেয়াল আসবে আর তারা পতিতদের পবিত্র বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকবে । বাবার প্রথম কর্তব্যই হলো এটা । বাবা আসেনই বাচ্চাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাতে । তাই বাবা এই বিষয়ে যতটা সতর্ক, বাচ্চাদেরও তেমন হওয়া উচিত । বাবা বলেন, আমি তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু বানাই । তোমাদের এই খেয়াল খুব ভালোভাবে আসা উচিত । আমার থেকেও বেশী সেবা তো তোমরাই করো । বাবা থোড়াই ৩ - ৪ ঘন্টা প্রদর্শনীতে বসে বোঝান । বাবা বাচ্চাদের মহিমা করেন । কিন্তু সেই খুশী বা সেই যোগ কম দেখা যায়, তাই বেহদের বাবা যাঁর মাধ্যমে তোমাদের পড়ান, সেই তোমাদের কাছাকাছি । এতো কাছাকাছি বাপ, দাদা কবে দেখেছো ? আত্মাই হলো মুখ্য । আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীর কোনো কাজের থাকে না । তখন মানুষের শরীরের কোনো মূল্য থাকে না । তখন এই শরীর কোনো কাজেই আসে না, সব জ্বলে শেষ হয়ে যায় । জন্তু - জানোয়ারদের হাড়ও কোনো কাজে আসে । চামড়াও কোনো কাজে আসে । মানুষের তো কোনো কিছুই কাজে আসে না । অস্থি জলে নিক্ষেপ করে শেষ করে দেয় । চিহ্নমাত্রও থাকে না । জন্তু - জানোয়ারদের চিহ্ন তো তবু জঙ্গলে থেকে যায় । সত্যযুগ থেকে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত তো মানুষের মূল্য থাকে । ততক্ষণ দেবতা থাকে তাই পূজার যোগ্য থাকে । পরের

দিকে পাই পয়সাও মূল্য থাকে না, তাই বলা হয় পাথর তুল্য বুদ্ধি । তারা ক্রমাগত অন্যের সামনে মাথা নত করতে থাকে, অর্থের চিন্তাও হতে থাকে । ওখানে তো তোমরা সবসময় নিশ্চিন্ত থাকো । তাই বাবা বলেন, তোমাদের এই শরীর খুবই মূল্যবান । এই সময়ও মূল্যবান, একে নষ্ট করো না । ফালতু কথায় সময় নষ্ট করো না । নিজের আত্মাকে স্মরণের বলে সতোপ্রধান বানাতে হবে, আর কোনো উপায়ই নেই পবিত্র হওয়ার । একটি শাস্ত্রেই ভগবানউবাচঃ থাকে -- যাকে বলা হয় শ্রীমত ভগবত গীতা । তাই বাবা বলেন ....এসো কাঙ্গাল বাচ্চারা, আমি তোমাদের সোনার মুকুট পড়াই । তোমরাও জানো যে বরাবর আমরা কাঙ্গাল ছিলাম । যদিও অনেক ধনবান, মানী লোকের ফটো তো বের হয় বা নামও হয় । তোমরা বাচ্চারাও নম্বর অনুসারে ধনবান । তোমরা বলবে যে তোমরা স্থায়ী এবং প্রকৃত ধনবান । এই জ্ঞানধনই সাথ দেয় । তোমাদের সামনে দুনিয়ার মানুষ কাঙ্গাল যতই তাদের প্রচুর নাম থাকুক না কেন । সদ্গুরু বাবাও তোমাদের নামও অবিনাশী ধনবান এবং ভাগ্যবান রেখে দিয়েছে । তোমরাই হলে স্বর্গের অধিকারী ধনবান । দুনিয়ার মানুষ হলো এই নরকের অর্থবান । নরক আর স্বর্গকে তোমরা বুঝতে পারো । পাথর বুদ্ধির লোকেরা তা বুঝতে পারে না । এরপরে তারা তোমাদের কাছে আসবে, যখন বিনাশ দেখতে পাবে, তখন বুঝতে পারবে যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । তখন বলবে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা তো ঠিকই বলতো । আচ্ছা, এখন কি করতে হবে ? কিছুই করতে পারবে না । টাকা পয়সা ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যাবে । বোম্ব ইত্যাদি পড়লে বাড়ি, জমি - জায়গা সবই শেষ হয়ে যাবে । এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে । এ সবই তোমরা দেখতে পাবে -- সামনে বড় ভয়ানক দৃশ্য আসছে । ওই সময় আর জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । এখন এইসব কথা ভগবান বসে বুঝিয়ে বলেন ।

বাচ্চারা জানে যে - আমরা এসেছি ভগবানের কাছে পড়তে । তোমরা কত ভাগ্যবান । এ বিষয়েও সবাই নিশ্চিত নয়, নিশ্চিত যদি হতো, তাহলে ভগবানের কাছে কেন পড়তো না ? তখন রাতদিন বাতি জ্বালিয়ে, নিজেদের অন্য চিন্তা না করে, খাওয়া দাওয়া না করেও পড়তে লেগে যেত । বাহ এ তো ২১ জন্মের জন্য উপার্জন । খুব ভালো করে পড়তে হবে । এই পড়াই বা কি , মুখ্য বিষয় হলো বাবাকে স্মরণ করা । বাবার খুবই দয়া আসে । বাবা জানেন যে বাচ্চারা ঘুরতে বা বেড়াতে যায়, তখন এক বাবার স্মরণে থাকতেই পারে না । প্রচুর গালগল্প করতে থাকে । বাচ্চাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত । সময় খুবই অল্প আছে । ভারত কত বড় । অনেক সেবার কাজ আছে । প্রথমে নিজের জীবন তো শুধরে নাও । বাবা বহুবার বলেন - বাচ্চারা গালগল্প করো না । এইসব কথা ছেড়ে দাও, নিজের জীবনের পরিবর্তন করো । সবাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবে । এই নাটকের ভবিতব্য এই । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে সময় তো লাগে,তাই না ? নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমি কতক্ষণ সময় স্মরণ করি ? স্বচ্ছ হৃদয়ে, অনেক ভালোবাসার সঙ্গে, যুক্তিযুক্ত স্মরণ কেউ পাঁচ মিনিটই মুশকিলের সাথে করতে পারে । ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করা তো আসেই না । স্বচ্ছ হৃদয়ে সাহেব (বাবা) খুশী । দেখো , বাবা একটাই কথা বলেন ....মনমনাভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের সব পাপ কেটে যাবে । আমিই তোমাদের বন্ধু । বাকি সবাই তো শত্রু । তোমরা একে অপরেরও শত্রু । অনেকেই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করে তাহলে বন্ধু কি করে হবে ? বাবা বলেন যে যদি তোমরা আত্মা ভাই - ভাই মনে করো তাহলে সমস্ত শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে । আত্মার যদি নাক ...কান ....মুখ না থাকে, তাহলে শত্রুতা কার সঙ্গে করবে । শরীরকে দেখো না । তুমিও আত্মা, সেও আত্মা ...এমন ভাবলে শত্রুতা শেষ হয়ে যায় । এতে অনেক পরিশ্রম । পরিশ্রম ছাড়া কি কিছু পাওয়া যায় ? লৌকিক পড়াতেও মানুষ কত পরিশ্রম করে । এ

আবার সহজও । বাবা বলেন – প্রতি মুহূর্তে সুখ পাও । এ তো তোমরা জানো যে ভক্তিমার্গে তোমরা ক্রমাগত দুঃখ পেয়েই এসেছো , যাঁকে তোমরা স্মরণ করতে – তাঁর কাজ সম্বন্ধে কিছুই জানতে না । কতজন

কেই স্মরণ করতে, হনুমানকে স্মরণ করতে, গণেশকে স্মরণ করতে, এক হলো ক্রমাগত সুখ পাও, দ্বিতীয় হলো ক্রমাগত দুঃখ পাও কেননা ভক্তিমার্গ তো রাত । শিববাবার জন্য রাত হতে পারে না । রাতে মানুষ ধাক্কা খায় । প্রথম নম্বরে এই ব্রহ্মা ধাক্কা খান । ওনার সাথে তোমরা ব্রাহ্মণরাও সাথী । এই কুলই সমস্ত ব্রাহ্মণদের যারাই ব্রাহ্মণ হয় তারাই এসে স্মরণ করে সুখ পায় । তোমরা সবাইকে বলো যে, শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ কেটে যাবে । তোমরা এই এক বাবার স্মরণ করো, মানুষ তো অনেকের স্মরণ করতে করতে পাপ – আত্মা হয়ে যায় । এই সিঁড়ি নামতে থাকে । এখন তোমরা সঠিক অর্থ জেনে এক বাবাকে স্মরণ করো ।

বাবা বলেন আমি এসেছি আশীর্বাদী বর্সা দিতে আর তোমাদের পবিত্র বানাতে । অর্থ তো আছে । শিব বাবা যে পতিত পাবন – এ কেউই জানে না । কেউ তো এসে বলুক যে তিনি কেমন করে পবিত্র বানান । তোমাদের কাছে যারা এসে বসে, তারাও সম্পূর্ণভাবে জানে না । ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য মায়াও কিছু কম নয় । তোমরা নিজেরাই বলো যে বাবা, আমরা স্মরণ তো করি কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন আরে তোমরা বাবাকে স্মরণ না করলে আশীর্বাদী বর্সা কেমন করে পাবে । বাবা ছাড়া এই আশীর্বাদী বর্সা কেউ দেবে কি ? যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই এমনিতেই এই আশীর্বাদী বর্সা মিলবে । তিনি সহজভাবে বোঝান – রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তাই এতে সূর্যবংশীরাও তো তৈরী হয় । কত মানুষের কানে এই আওয়াজ পৌঁছাতে হবে । বাবা বলেন, মন্দিরে গিয়ে, গলিতে গলিতে গিয়ে সেবা করো । বাবার ভক্তরাই দেবতাদের ভক্ত, যেমন মন্দিরে বা সত্সঙ্গে মানুষ বসে থাকে, কিন্তু বুদ্ধি কোথায় না কোথায় বিভিন্ন কাজে বা মিত্র সম্বন্ধীদের মধ্যে ঘুরতে থাকে, ধারণা কিছুই হয় না । এখানেও এমন অনেকে আছে যারা কিছুই শোনে না খালি মাথা নাড়তে থাকে । বাবাকে তো দেখেই না, আরে এমন বাবাকে তো কতো ভালোভাবে দেখা উচিত । সামনে শিক্ষক বসে আছে । বাবা বলেন আমি এই কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই তোমাদের পড়াই । আত্মাই পড়ে । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । চোখ, কান, নাক ইত্যাদি কি পড়াশোনা করে ? পড়ে তো আত্মা । দুনিয়াতে এ কথা কেউই জানে না কারণ সকলেরই দেহ – অভিমান আছে । আত্মার মধ্যেই সব সংস্কার আছে । বাবা বলেন – আত্মাকেই দেখো, এ তো খুবই পরিশ্রমের কথা । পরিশ্রম ছাড়া বিশ্বের মালিক থোড়াই হতে পারবে । পরিশ্রম করবে তবেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে । এতো আশ্চর্য দেখো, এ হলো বেহদের পড়া । পড়ান বেহদের বাবা । রাজা থেকে শুরু করে গরীব মানুষ সব এখানেই তৈরী হয় – এই পড়ার মাধ্যমে । যে যত পড়বে এবং অন্যকে পড়াবে সে তত উঁচু পদ পাবে । বাবা পড়াতে আসেন আর পতিত থেকে পবিত্র বানাতে আসেন । বাবাকে দেখেই না – তাহলে কি বুঝতে হবে ! পাই পয়সার পদ অর্থাৎ সেবকের পদ পাবে । এই সেবক যেমন রাজার কাছে থাকবে তেমনি প্রজাদের কাছেও থাকবে । বলবে দু'জনেরই সেবক । সম্ভবত পরের দিকে কিছু লিফট্ মিলতে পারে । সাজা প্রাপ্তির পরে কিছু পুরস্কার অন্তত পেয়ে যাবে । তাই পুরুষার্থ খুব ভালো হওয়া চাই । খুব ভালোবেসে বাবার কথা শুনতে হবে তারপরে রিপিট করতে হবে । বাচ্চারা স্কুলে পড়ে তারপর ঘরে গিয়েও স্কুলের কাজ করে । এমন নয় যে কেবল ঘুরে ফিরে বেড়ায় । পড়ার ইচ্ছা তো থাকেই । এখানে এমনও অনেক আছে যারা কিছুই বোঝে না । সম্পূর্ণ পুরানো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন । বাবার হয়ে যদি খুব কড়া ভুল করো তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । তাই বাবা বোঝান, মিষ্টি – মিষ্টি বাচ্চারা সময় নষ্ট করো না । লক্ষ্য অনেক বড় । কল্পে কল্পে তোমরা এমনই পদ পেতে থাকবে ।

তোমরা এখানে এসেছো - নর থেকে নারায়ণ হতে । থোড়াই কোনো সেবক হতে এসেছো । পরের দিকে সকলের সঠিক সাক্ষাৎকার হবে যে আমরা এই পদ পাবো । বুদ্ধিও বলে যে কারোর কল্যাণই যদি না করি তাহলে কি পদ পাবো ? কেউ কেউ তো রাতদিন অনেক সেবা করতে থাকে । প্রদর্শনী আর মেলায় অনেক সেবা কাজ হয় । বাবা বলেন, এমন ভালো ভালো জিনিস মিউজিয়ামে বানাও যাতে মানুষের মন করে দেখার জন্য, তারা মনে করবে যেন এখানেই স্বর্গ । সেন্টারকে থোড়াই স্বর্গ বলবে । দিন প্রতিদিন নতুন নতুন কথা হতে থাকে, চিত্রও তৈরী হতে থাকে । বিচার সাগর তো মন্থন হয়, তাই না । বোঝানোর জন্যই এইসব ছবি ইত্যাদি তৈরী হয় । বাবা এখন মানুষদের দৈব গুণ সম্পন্ন তৈরী করছেন, তাই আত্মাও নতুন হচ্ছে আর শরীরও নতুন প্রাপ্ত করছে । নতুন অর্থ নতুন, নতুন কাপড় বদলে পুরানো কাপড় থোড়াই পড়বে । ভগবান যখন আসেন তখন নিশ্চই আশ্চর্য কিছু করে দেখাবেন, তাই না । ভগবানই হলেন স্বর্গের স্থাপনকর্তা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যা শোনান তা অনেক ভালোবেসে আত্ম - অভিমানী হয়ে শুনতে হবে । সামনে বসে বাবাকে দেখতে হবে । কেবল মাথা নাড়িও না । এই পড়াতে অনেক রুচি রাখতে হবে । ভোজন ত্যাগ করেও এই পড়া অবশ্যই করতে হবে ।

২) এক বাবাকেই প্রকৃত বন্ধু বানাতে হবে, নিজেদের মধ্যে শত্রুতা সমাপ্ত করতে হলে আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, এই অভ্যাস করতে হবে । শরীরকে দেখেও দেখবে না ।

বরদান :- হোলি হংস হয়ে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে ফিলিং প্রুফ হও ।

সারাদিনে যে ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ বচন, ব্যর্থ কর্ম আর ব্যর্থ সম্বন্ধ - সম্পর্ক হয় তাকে সমর্থে পরিবর্তন করো । ব্যর্থকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার করো না । যদি একটি ব্যর্থকেও স্বীকার করেছো, তাহলে ওই একটি ব্যর্থই অনেক ব্যর্থের অনুভব করাবে, যাকে বলা হয় ফিলিং এসে গেলো, তাই হোলি হংস হয়ে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তিত করো, তাহলেই ফিলিং প্রুফ হতে পারবে । কেউ যদি গালি দেয় বা রাগ করে -- তুমি তাকে শান্তির শীতল জল দাও - এই হলো হোলি হংসের কর্তব্য ।

স্লোগান :- সাধনার বীজকে প্রত্যক্ষ করার সাধন হলো বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি ।